

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং 1954 সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের কারণগুলির মূল্যায়ন

ইউনাইটেড ফ্রন্ট বিরোধী দলগুলির একটি জোট যা 8-12 মার্চ 1954 সালে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলাফলটি মূলত পূর্ব বাংলার চারটি দলের সমন্বয়ে গঠিত জোট বা ফ্রন্টের জন্য একটি ব্যাপক বিজয় ছিল, যথা আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজাম-ই-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল।

ফ্রন্ট একটি নির্বাচনী ইশতেহারে প্রচারণা চালায় যাতে একুশটি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল 1953 সালের নভেম্বরে ফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি, ইশতেহারে দাবি করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা ছাড়া সমস্ত বিষয় পূর্ব প্রদেশে অর্পণ করা উচিত। এতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (বর্ধমান হাউস) বাংলা একাডেমিতে রূপান্তর, পুলিশের গুলিবর্ষণের স্থানে শহীদ মিনার নির্মাণেরও আহ্বান জানানো হয়। 1952, 21 ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আরও স্বায়ত্তশাসন, আইএলও-এর নীতিমালা মেনে শিল্প শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রবর্তন, পাট জাতীয়করণ, পণ্যের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা এবং জনসমর্থন। সমবায় এবং কুটির শিল্পের জন্য।

পাকিস্তানের প্রথম দিকের সময়কালে, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সরকারে বাঙালিদের দুর্বল প্রতিনিধিত্ব এবং পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা অনুসৃত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দমন পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে বড় কথা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশিদের যথাযথ অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা পূর্ব বাংলায় আঞ্চলিকতার রাজনীতির জন্ম দেয়। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে ধীরে ধীরে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম চালু করতে এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

1951 সালে পূর্ব বাংলার আইনসভার সাধারণ নির্বাচন 1954 সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন স্থগিত করা শুধুমাত্র বিদ্রোহপূর্ণ উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ক্ষমতাসীন দল মুসলিমদের দুর্বলতা প্রমাণ করে।

প্রদেশের রাজনৈতিক বর্ণালীর সমস্ত ছায়াগুলির প্রতিফলিত যুক্তফ্রন্ট প্রধানত ক্ষমতাসীন দল হিসেবে মুসলিম লীগের ব্যর্থতার কারণে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক কারণ। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে ঐক্যফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করা হয়।

পরবর্তীকালে, ফ্রন্ট কিছু সময়ের জন্য পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করার জন্য একটি কার্যকর রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এর উপযোগিতা ছিল।

ইউনাইটেড ফ্রন্ট বিধানসভায় 309টি মুসলিম আসনের মধ্যে 223টি আসন জিতেছিল, যেখানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র 9টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী (নুরুল আমিন) সহ মুসলিম লীগের মন্ত্রকের পাঁচ সদস্যই পরাজিত হয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১২৮৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সব মিলিয়ে ৯৮৬ জন প্রার্থী

228টি মুসলিম আসনের জন্য, 30টি সাধারণ আসনের জন্য 101 জন প্রার্থী এবং 36টি তফসিলি জাতি আসনের জন্য 151 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ছিল অমুসলিম আসনের জন্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, 37 জন প্রার্থী মুসলিম মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত 9টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা নারীদের জন্য সংরক্ষিত সব আসন দখল করে।

মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ৩৭.৬ শতাংশ। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানের দিক থেকে কম হলেও, অপরিপূর্ণ যোগাযোগ সুবিধা এবং সমাজে বিরাজমান রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী ভোটারদের কম ভোটদানের কারণে ভোটার উপস্থিতি যথেষ্ট বলে মনে হয়েছে। কিছু কারণে, কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় ব্যানারে প্রচারণা চালায়নি কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পছন্দ করেছিল; 15টি আসন তারা জিতেছে।

নির্বাচনের পর ফলস্বরূপ উন্নয়ন হলো যুক্তফ্রন্ট নেতা এ কে ফজলুল হক, 1954 সালের 3 এপ্রিল প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হন। তবে গুরুত্বপূর্ণভাবে, নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে জাতীয় এলিটদের আধিপত্যের অবসানের সংকেত ছিল; জমির মালিকরা আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী সমন্বিত পেশাদার বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশিক্ষিত অভিজাতদের তরুণ প্রজন্মকে দিয়েছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নতুন, অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সরকার ও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে নির্বাচিত ২২৩ সদস্যের মধ্যে ১৩০ জন আওয়ামী লীগের।

যুক্তফ্রন্ট একটি 21-দফা নির্বাচনী ইশতেহারে প্রচারণা চালায় যেটিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি, জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি, পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, সমবায় চাষের প্রবর্তন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি আধুনিকায়নের কথা বলা হয়েছিল।, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, সকল কালো আইন প্রত্যাহার, বেতন স্কেল যৌক্তিককরণ, দুর্নীতি নির্মূল, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা, ভাষা শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করা, ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয়। শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি, এবং পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতারা এই জনপ্রিয় দাবিগুলো তুলে ধরেন। বাম রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে যুক্তফ্রন্ট নেতারা তৃণমূল পর্যায়ে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারতেন। যুক্তফ্রন্ট 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের হত্যা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিশেষ করে লবণ এবং চালের ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান দামের মতো বিষয়গুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বড় আকারে আটকও করেছে

মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণ সন্দেহজনক।

উচ্ছ্বাস নিভে যাওয়ার অনেক আগেই যুক্তফ্রন্টের বিজয় অলীক প্রমাণিত হয়েছিল। ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খলিকুজ্জামান কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হককে মন্ত্রণালয় গঠন করতে বলেন। কিন্তু 3 এপ্রিল গঠিত মন্ত্রিসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ বাদ পড়ে। এটি ফ্রন্টে একটি সংকট তৈরি করে এবং ফজলুল হক 15 মে আবুল মনসুর আহমেদ, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুস সালাম খান এবং হাশিমুদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হন। একই দিনে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলের বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক মারাত্মক দাঙ্গায় প্রায় ১৫০০ শ্রমিক নিহত হয়। এই ট্র্যাজেডির জন্য কমিউনিস্ট কর্মীদের দায়ী করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য ফজলুল হক সরকারকে দায়ী করা হয়। 30 মে মন্ত্রক বরখাস্ত করে সরাসরি রাজ্যপালের শাসন জারি করা হয়। আইনসভার ৩০ সদস্যসহ ফ্রন্টের প্রায় ১৬০০ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগ অবশ্য 1956 সালের 30 আগস্ট আতাউর রহমান খানের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ক্ষমতায় ফিরে আসে, কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরেই পদত্যাগ করে।

## যুক্তফ্রন্ট (পূর্ব পাকিস্তান)

ইউনাইটেড ফ্রন্ট ছিল পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর একটি জোট যারা পূর্ব বাংলার আইনসভায় পাকিস্তানের প্রথম প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং জয়লাভ করে। এই জোটে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, গণতন্ত্রী দল (গণতান্ত্রিক দল) এবং নিজাম-ই-ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত। এই জোটের নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন প্রধান বাঙালি জনতাবাদী নেতা- একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী। নির্বাচনের ফলে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণ ছাত্রনেতা খালেদ নওয়াজ খান ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল আসনে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনকে পরাজিত করে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যুক্তফ্রন্টের ২৭ বছর বয়সী তরুণ তুর্কির কাছে নুরুল আমিনের শোচনীয় পরাজয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে মুসলিম লীগকে কার্যকরভাবে দূর করে দেয়। ইউনাইটেড ফ্রন্ট দলগুলি ভূমিধস বিজয় অর্জন করে এবং 309 সদস্যের বিধানসভায় 223টি আসন লাভ করে।

আওয়ামী লীগ ১৪৩টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে কৃষক প্রজা পার্টির এক ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। এই নির্বাচন জনপ্রিয় বাঙালি নেতাদের পাকিস্তানের ফেডারেল সরকারে চালিত করে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল মনসুর আহমেদের মতো নেতারা প্রধান ফেডারেল মন্ত্রী হন। প্রাদেশিক সরকারে, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং খালেদ নওয়াজ খানের মতো তরুণ নেতারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায়। এটি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি যুগান্তকারী আদেশ পাস করে। যাইহোক, ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, একে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার অভিযোগে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাকে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ বরখাস্ত করেন। যুক্তফ্রন্টকে বরখাস্ত করা পাকিস্তানি ইউনিয়নে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল এবং মাওলানা ভাসানী 1957 সালে তার সালাম, পাকিস্তান (বিদায়, পাকিস্তান) বক্তৃতায় বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার জন্য খোলাখুলিভাবে আহ্বান জানান।

## একুশ দফা কর্মসূচি

1954 সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির জোট যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে 21 দফা কর্মসূচির উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার চারটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কৃষক শ্রমিক পার্টির এক ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ফ্রন্ট গঠিত হয়।

যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক গৃহীত নির্বাচনী ইশতেহারে ২১ দফা প্যাকেজ কর্মসূচি নিম্নরূপ:

- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া;
- বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি এবং জমির সকল খাজনা গ্রহনকারী সুদ বাতিল করা এবং উদ্বৃত্ত জমি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা; ভাড়া ন্যায্য পর্যায়ে হ্রাস করা এবং ভাড়া আদায়ের সার্টিফিকেট ব্যবস্থা বাতিল করা;
- পাট বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করা এবং এটিকে পূর্ব বাংলার সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা, চাষীদের জন্য পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং মুসলিম লীগ শাসনামলে পাট ভাঙচুরের ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া;
- কৃষিতে সমবায় চাষ চালু করা এবং সম্পূর্ণ সরকারি ভর্তুকি সহ কুটির শিল্পের বিকাশ করা;
- লবণের সরবরাহে পূর্ব বাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য একটি লবণ শিল্প (ছোট এবং বড় উভয় পরিসরে) চালু করা এবং অপরাধীদের শাস্তির জন্য মুসলিম লীগ শাসনামলে লবণ-বাজির তদন্ত করা;

6. কারিগর ও প্রযুক্তিবিদ শ্রেণীর সকল দরিদ্র উদ্বাস্তুদের অবিলম্বে পুনর্বাসন করা;
  7. খাল খনন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ব্যবহার করে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ থেকে দেশকে রক্ষা করা;
  8. চাষাবাদ ও শিল্পায়নের পদ্ধতি আধুনিকায়ন করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং ILO কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা;
  9. সারাদেশে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা;
  10. সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা চালু করা, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং সব বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা;
  11. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল করে তাদের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; জনগণের কাছে শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা;
  12. প্রশাসনের খরচ কমানো এবং উচ্চ ও নিম্ন বেতনের বেতন স্কেল যৌক্তিক করা সরকারি চাকরিজীবী। মন্ত্রীরা মাসিক বেতন হিসেবে ১০০০ টাকার বেশি পাবেন না;
  13. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ নির্মূলের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এই লক্ষ্যে 1940 সাল থেকে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির মজুদ রাখা এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যা অধিগ্রহণের জন্য সন্তোষজনকভাবে হিসাব করা হয়নি;
  14. সমস্ত নিরাপত্তা ও প্রতিরোধমূলক আটক আইন বাতিল করা এবং বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের খোলা আদালতে বিচার করা; সংবাদপত্রের অধিকার এবং সভা-সমাবেশ রক্ষা করা;
  15. বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা;
  16. যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকে একটি কম দামের বাড়িতে সনাক্ত করা এবং বর্ধমান হাউসকে এখন ছাত্রদের হোস্টেলে এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা;
  17. ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যে স্থানে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে তাদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং শহীদদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা;
  18. 21 ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করা;
  19. লাহোর প্রস্তাবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেখে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, পূর্ব বাংলায় অস্ত্র কারখানা স্থাপনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর এবং পূর্ব বাংলায় নৌ সদর দপ্তর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে এবং আনসার বাহিনীকে অস্ত্রে সজ্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়ায় রূপান্তরিত করা হবে;
  20. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রণালয় কোনোভাবেই আইনসভার মেয়াদ বাড়াবে না এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুবিধার্থে সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস আগে পদত্যাগ করবে;
  21. আইনসভার সমস্ত নৈমিত্তিক শূন্যপদ শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে, এবং যদি ফ্রন্টের মনোনীত ব্যক্তির পরপর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হন, তাহলে মন্ত্রক পদ থেকে পদত্যাগ করবে।
- 1954 সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে, যুক্তফ্রন্ট 237টি মুসলিম আসনের মধ্যে 223টি আসন জিতেছিল, যেখানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র 9টি আসন পেতে সক্ষম হয়েছিল।